গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত কম্বল বিতরণ করেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন ।

মুক্তিযোদ্ধা, অসহায় দুস্থ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীসহ মোট দুই হাজার জনের মাঝে এ কম্বল বিতরন করা হয়েছে।

সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে মেহেরপুরের গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনরুল ইসলাম বাবু, ওয়ার্ড কাউন্সিলন মোতালেব হোসেন,সাবেক ছাত্রনেতা ও পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতুসহ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষা বন্ধব আওয়ামীলীগ সরকারকে আবারো ক্ষমতায় আনতে হবে এমপি খোকন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাপটাড়া(বিএন) কলেজের নব নির্মিত একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন করেছেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

সোমবার বেলা ১১ টার সময় ৮০ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যায়ে নির্মিত একাডেমিক ভবনটির উদ্বোধন করেন তিনি । উদ্বোধনী শেষে কলেজ সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোস্তাক আহম্মেদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি তৌহিদ মুর্শেদ অতুল। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম ও আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু। এসময় শিক্ষা প্রকৌশলী আতিকুর রহমান,কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলজার হোসনে,সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আকরাম আলী খা,বিভিন্ন ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য বৃন্দ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তি উক্ত কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএন কলেজের একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, যারা কাজ না করে সংসার চালাতে চাই তারা আওয়ামীলীগ সরকারকে পছন্দ করবেনা। তারা সব সময় আওয়ামীলীগ সরকারের ক্ষমাতায় থাকাকে মেনে নেবেনা। কারন তারা অন্যের পরিশ্রমের ফসল রাতের আধারে ঘরে তুলবে,অন্যের গোয়ালের গরু বিক্রি করে খাবে। রাস্তায় রাস্তায় বোমাবাজি করবে,হাঙ্গামা করবে, বিএনপির নেতাকর্মীরা কাজ না করে খেতে পছন্দ করে। তারা সরকারের উন্নয়ন চোখে দেখতে পাইনা। গঠনমুলক সমালোচনা না করে সন্ত্রাসী কায়দায় ক্ষমতায় আসতে চাই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জামাত বিএনপি।

এমন মন্তব্য করেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি আরও বলেন, আওয়ামীলীগ সরকার শিক্ষা বান্ধব সরকার। আওয়ামীলীগ সরকার উন্নয়নের সরকার। এসরকারের আমলেই গাংনী উপজেলা ৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্তি হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও ভুক্তির আওতায় আনা হবে। যারা খেয়ে না খেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন শিক্ষকতা করছেন তাদের হতাশ হবার কিছু নেই,বিএন কলেজকে এমপিও ভুক্তি করনের সর্বাত্নক চেষ্টা করা হবে। তবে একটি প্রতিষ্ঠানকে এমপিও ভুক্তি করতে যে সকল শর্ত আছে তা প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের পুরুন করতে হবে জানিয়ে এমপি সাহিদুজ্জামান বলেন, দরিদ্র বাংলাদেশ থেকে আজ উন্নয়নের বাংলাদেশে পরিনত হয়েছে আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে। এসরকার ক্ষমতায় আসরে দেশের উন্নয়ন হয়। যে উন্নয়ন পৌছে যায় শহর থেকে গ্রামেও। যার ফল পাচ্ছেন গাংনীর সাহারবাটি,নওপাড়া,ভাটপাড়াসহ গাংনী উপজেলার সকল মানুষ।

তিনি বলেন, প্রায় কোটি টাকা ব্যায়ে ভঅটপড়া বাজারে একটি মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। একটি ইউনিয়ন ভুমি অফিস নির্মান করা হয়েছে,একটি ডিসি ইকোপার্ক হয়েছে,কয়েকটি বধ্যর্ভমি নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ করে শিক্ষাকে এগিয়ে নিচ্ছে সরকার। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে নান্দনিক ও দৃষ্টি নন্দন মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে যা আওয়ামীলীগ সরকারের অর্জন। স্বল্প আয়ের বাংলাদেশ আজ স্মার্ট বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে। মেট্রো রেলে ঢাকা ভ্রমণ করতে পারছে মানুষ। এতো এতো উন্নয়ন বিরোধী দলীয় লোকজন চোখে দেখতে পায়না। তাই পাড়া মহল্লা আর চায়ের দোকানে বসে সরকারের সমালোচনায় লিপ্ত থাকে। যারা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে তারাই আবার সরকারের সব সুবিধা ভোগ করছেন বলে বক্তব্যে বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ভুমিহীনরা ভূমি পেয়েছেন,গৃহহীনরা গৃহ পেয়েছে। যাদের আত্ন ত্যাগের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে, যাদের যুদ্ধে আমরা একটি স্বাধীন ভু-খন্ড পেয়েছি,সেই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধারা যথাউপোযুক্ত মর্যাদা পেয়েছেন। অন্য সরকারের আমলে আপনারা অবহেলিত ছিলেন। আপনারা যেভাবে সরকার কর্তৃক সম্মানীত হয়েছেন আবারো এই আওয়ামীলীগ সরকারকে ক্ষমাতায় এনে দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখবেন বলেও সকলের প্রতি প্রত্যাশা করেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন।

গাংনীর জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ অনুষ্ঠান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও নতুন ভবন উদ্বোধন এবং এসএসসি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় অনুষ্ঠান ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার(১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে বিদ্যালয় প্রঙ্গনে এসকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে নবীণ বরণ অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ

সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন (এমপি)। জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন,ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার, গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর মোতালেব হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত,জাতীয় পতাকা উত্তোলন নবীণদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। বিভিন্ন ডিস্পেপ্রদর্শন করা হয়। এরপর ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বিদায়ী সম্বর্ধনা দেয়া হয়। পরে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষকদের ফুল ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সব শেষে একটি ৪ তালা ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

গাংনীতে পৃথক তিনটি স্থানে বিএনপির পদযাত্রা

মেহেরপুরের গাংনীতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার,সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মামলা প্রত্যাহার,বিএনপির নেতাকর্মীদেও গ্রেফতার হয়রানী বন্ধ, দ্রব্যমুল্যে কমিয়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমাতার মধ্যে সিমাবদ্ধ রাখাসহ মোট ১০ দফা দাবিতে পৃথক তিনটি স্থানে পদ যাত্রা করেছে গাংনী উপজেলা বিএএনপি।

শনিবার বিকেলে গাংনী উপজেলার কাজিপুর, মটমুড়া ও সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃত্বে এ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

কাজিপুর কলেজ প্রাঙ্গণের পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট বাজারে আয়োজিত পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও সাহারবাটি এলাকার পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

পৃথক তিনটি স্থানে গাংনী উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের বিএনপির নেতৃবৃন্দ

কর্মী সমর্থকরা পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন।

গাংনীর গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও নতুন ভবন উদ্বোধন এবং এসএসসি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার(১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে বিদ্যালয় প্রঙ্গনে এসকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে নবীণ বরণ অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন (এমপি), গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হক,গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, এমপির পত্নী লায়লা আরজুমান বানু শিলা। এসময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত,জাতীয় পতাকা উত্তোলন নবীণদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বিদায়ী সম্বর্ধনা দেয়া হয়। পরে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষকদের ফুল ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সিরিয়া ও তুরস্কে ভয়াবহ ভুমিকম্পে নিহত প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরিশেষে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ৪ তালা ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

গাংনীর বামুন্দি মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরণের ঘটনায় ১৮ জনকে আসামী করে মামলা

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দীতে গতকাল শুক্রবার রাতে একটি মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরনের ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে বিএনপির ১৮জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই রাতে গাংনী থানার এসআই ইসরাফিল হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। এদের মধ্যে ৮ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। যার মামলা নং-১২।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- মোঃ শাহ্ আলম (৩৫), পিতাঃ মোঃ আয়ুব আলী,
২। মোঃ শাওন (৪৫), পিতা- মৃত ফজলুল হক, ৩। মোঃ মহিবুল ইসলাম পলাশ (৫০), পিতা- মৃত বদরুল আলম (ভাদু), সর্ব সাং- নিশিপুর, ৪। মোঃ আশরাফুল ইসলাম (৩৫), পিতা- মৃত আজিজুল হক, সাং- বামন্দী, ৫। মোঃ আব্দুল হক (৪০), পিতা- মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, সাং- বেতবাড়িয়া সরদারপাড়া, ৬। মোঃ মনিরুজ্জামান (৫৪), পিতা- মোঃ তাজের আলী মোল্লা, সাং- কাড়াইগাছি, ৭। মোঃ কামরুজ্জামান (৪৭), পিতা- মৃত আব্দুর রহমান, সাং- গাড়াবাড়িয়া এবং তদন্তপ্রাপ্ত সন্ধিগ্ধ আসামী হিসেবে গ্রেফতার করেন ৮। আমানুর রহমান আমল ◌ু(৫২), পিতা-মৃত আইয়ুব ফকির,সাং-সাহারবাটি। গ্রেফতারকৃত আসামীদের শনিবার সকালে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাকীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্যঃ শুক্রবার রাত আটটার দিকে গাংনীর বামন্দীর একটি মাদ্রসায় ককটেল বিষ্ফোরণের ঘটেনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিষ্ফোরণের পর পুলিশের অভিযান শুরু হয়। এবং ৮জনকে আটক করা হয়।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন,

বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা বামন্দীর একটি মাদ্রাসায় গোপন বৈঠক করছিল। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলের কাছাকাছি গেলে একটি ককটেল বিষ্ফোরিত হয়। এসময় সেখান থেকে নেতাকর্মীরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল, ২টি দেশীয় অস্ত্র (রামদা) এবং লাঠিসোটা উদ্ধার করা হয়েছিল।

এদিকে উক্ত ঘটনা সাজানো বলে দাবী করে উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দরা জানান, দেশব্যাপি বিএনপির তৃণমুল পর্যায়ে পদযাত্রার হবে গতকাল শনিবার। বিএনপির পক্ষ থেকে এই পদযাত্রা না করতে পারে সেজন্যই গ্রামে গ্রামে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। গ্রেফতার আতংকে বিএনপির কর্মী সর্মকরা ঘর ছাড়া হয়ে আতংকিত রয়েছেন বলেও উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে।

গাংনীতে মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরণ,৫টি ককটেল ও দেশিয় অস্ত্রসহ আটক-৬

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দীর একটি মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরনের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে বিএনপির ছয় নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

শুক্রবার রাত আটটার দিকে বিষ্ফোরণের পর পুলিশের অভিযান শুরু করে পুলিশ।

আটক কৃতরা হলো- বামুন্দির মৃত ফজলু মেলেটারর ছেলে আব্দুল আল হাসান(৩০),ভোদরুল আলমের ছেলে মহিবুল হক পলাশ(৪২),নিশিপুর গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে শাহ আলম(৩৫),বামুন্দি সেন্টার পাড়ার আজিজুলের ছেলে আশরাফুল ইসলাম(৩২),বেতবাড়িয়া গ্রামের মোফাজ্জেলের ছেলে আব্দুল হক(৩৫) ও কড়ইগাছি গ্রামের তাজ্জব আলীর ছেলে মনিরুজ্জামান(৩৭) এরা সকলেই বিনপি’র সর্ম্থক।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা বামন্দীর দাখিল মাদ্রাসায় গোপন বৈঠক করছিল। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলের কাছাকাছি গেলে একটি ককটেল বিষ্ফোরিত হয়। এসময় সেখান থেকে বৈঠককারীরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল, ২টি দেশীয় অস্ত্র (রামদা) এবং লাঠিসোটা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে বিএনপির ছয় নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে । তবে আটককৃতদের দলীয় কোন পদ পদবী আছে কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক আরও জানান, ককটেল বিষ্ফোরণ ও ককটেল উদ্ধারের ঘটনায় মামলা দায়ের প্রক্রিয়া শেষে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীর সাহারবাটি ও নওয়াপাড়ার চার প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ও নওয়াপাড়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে চার ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টার সময় মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযানে হোটেল, মুদিখানা, ফলের দোকানসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় নওয়াপাড়া বাজারে মেসার্স খুশি মিষ্টান্ন ভান্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি ও বিক্রয়ের অপরাধে এর মালিক মোঃ শিমুলকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ১ হাজার টাকা, মেসার্স ভাই ভাই মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকরভাবে মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার তৈরি, ফ্রিজে রেখে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে মালিক মোঃ রহিদুল ইসলামকে ৪৩ ও ৫১ ধারায় ৬ হাজার টাকা, মেসার্স রকিবুল ফল ভান্ডারের মালিক মোঃ রকিবুল ইসলামকে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য দোকানে সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের অপরাধে ৫১ ধারায় ১

হাজার টাকা, মেসার্স আরিফ স্টোরের মালিক মোঃ আরিফুল ইসলামকে একই অপরাধে ৫১ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতায় ছিলেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম ও গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ মশিউর রহমান এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম।

গাংনীতে জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসুচী বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ থেকে জলাতঙ্ক নির্মুলের লক্ষ্যে ব্যপকভাবে কুকুরের টিকাদান(এমডিভি) কার্যক্রম ২০২৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা(ইউএইসএফপিও) সুপ্রভা রানীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী।

জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসুচী,রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা,সিডিসি ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আয়োজিত অবহিতকরণ সভায় ডাক্তার মুক্তার আলী জলাতঙ্ক বিষয়ক সকল তথ্য তুলে ধরেন। সভায় মেডিকেল অফিসার ডা.সুমাইয়া ইসলাম, গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দি,গাংনী উপজেলার সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দ,উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক,স্বাস্থ্য সহকারিগন উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তারা বলেন,জলাতঙ্ক একটি ভয়ংকর মরণব্যাধি,এরোগে মৃত্যুর হার শতভাগ। পৃথিবীতে কোথাও কোথাও প্রতি ১০ মিনিটে একজন এবং

প্রতি বছেও প্রায় ৫৯ হাজার মানুষ জলাতঙাক মারা যায়। এ রোগ মুলত কুকুরের কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। এছাড়াও বিড়াল,শিয়াল,বেজি, বানরের আঁচড়ের মাধ্যমেও এ রোগ হতে পারে।

বাংলাদেশে প্রতিবছরে ৫ থেকে ৬ লক্ষ মানুষ কুকুর,বিড়াল বা শিয়ালেন কামড় বা আঁচড়ের শিকার হয়ে থাকে। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু। এছাড়াও প্রায় ২৫ হাজার গবাদি প্রাণী এ রোগের শিকার হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ২০১০ সালের আগে প্রতি বছল প্রায় ২০০০ মানুষ জলাতঙ্ক আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। এবং একটি উল্লেখযোগ্য গবাদী প্রাণী এ রোগে আক্রান্তে শিকার হয়ে থাকে।

২০১৬ সালের মধ্যে জলাতংক রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগীর সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ কমিয়ে আনা এবং ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জলাতঙ্ক মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বকর্মসুচী বাস্তবায়ন চলছে। এরই অর্শ হিসিবে বাংলাদেশের সকল মোট ৬৭টি জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত রোগীর আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং জলাতঙ্ক প্রকিরোধী টিাক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের এক তথ্যে জানাগেছে,২০১০ সাল থেকে ২০১২ ইং সাল পর্যন্ত সারাদেশে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত রোগী আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২১৪৭ থেকে ১৪৪৫ এ নেমে এসছে। এবং এ সংক্রমক ব্যাধি হাসপাতালেও এ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যঅ পুর্বেও তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। চলমান এসকল কার্যক্রমের পাশাপাশি কুকুরের কামড়ের আধুনিক ব্যবস্থাপনা চালু রেখে ব্যপক হােও কুকুরের টিকাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের সকল কুকুরকে ৩ রাউন্ড টিকা প্রদান করা গলে জলাতঙ্ক নির্মূল করার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

গাংনীতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে অনিয়মের

অভিযোগ

গাংনী সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাথর, বালু ও রডের মান নিম্ন। তাছাড়াও পাথর বালুর মিশ্রণ সঠিক নয়। এ সব অনিয়মের কারণে মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের এমপি সাহিদুজ্জামান নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেও ছায়াশক্তির বলে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। তবে সঠিকভাবে ও সমঝোতার মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লোকজন।

জানাগেছে, সারা দেশের ন্যায় স্থানীয় যুবসমাজকে খেলামুখি করতে ও জনগনের দাবীর মুখে সরকার সাহারবাটি ফুলবল মাঠে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়। উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের(২য় পর্যায়) আওতায় মোট পাঁচ কোটি ৫২ লাখ ২২ হাজার ৯৯৯ টাকা ব্যায়ে এ নির্মাণ কাজ পান ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এসএস অ্যান্ড এমটি জয়েন্ট ভেন্সার (জেভি) । যা বাস্তবায়নে রয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। আর এর স্থানীয়ভাবে দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন উপজেলা প্রশাসন। কাজ শুরুর প্রথম থেকেই নিম্নমানের রড পাথর ও বালু ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে।

বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনে যান এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি কাজে অনিয়ম ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের প্রমাণ পান। এসময় তিনি কাজ বন্ধ রাখাসহ নিম্নমানের সামগ্রী সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন।

কয়েকদিন পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আবারো কাজ শুরু করেন ওই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে। সাদা পাথরের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে কালো পাথর যা অত্যন্ত নিম্নমানের। এছাড়াও যে সমস্ত সাদা পাথর স্তুপ রাখা হয়েছে তা ব্যবহারে অযোগ্য। ২.৫ এফএম বালু ব্যবহার করার নির্দেশনা থাকলেও লোকাল বালু ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই সাথে মিশ্রণটি সঠিক পরিমাপের নয়। স্থানীয় লোকজন একাধিকবার অভিযোগ করলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কোন কর্ণপাত করছেন না।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, লোকাল বালুর সাথে সিমেন্ট ও পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। ফান্না ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও বাশের তৈরী ঝুড়ি ব্যবহার করায় পাথর বালু ও সিমেন্টের পরিমাপ

আনুপাতিকহারে সঠিক হচ্ছে না। তাছাড়া রডের ব্যবহার হচ্ছে নিম্ন মানের। এর পরিমাপও সঠিক নয়। বালু ওয়াশ করার করা থাকলেও তা করা হচ্ছে না। ধুলা মিশ্রিত বালু ব্যবহার হচ্ছে।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কয়েকজন জানান, কাজ শুরুর প্রথম দিকে যে রড বালু ও পাথর আনা হয়েছিল তা নিম্নমানের হওয়ায় এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন নির্মাণকাজ দেখতে আসেন এবং অনিয়মের কথা বলে মালামাল সরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। এর মধ্যে ওই পাথর বাদ দিয়ে কালোপাথর দিয়ে কাজ শুরু করতে বলায় নতুন করে কালো পাথর আনা হয়েছে কিন্তু কালো পাথর ব্যবহারের নির্দেশনা নেই। তবে ব্যবহারের অযোগ্য মৃত পাথরগুলো সরানো হয়নি। তাছাড়াও যে রডের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তা এমপি সাহের অনুমতি নিয়ে বিশেষভাবে কাজ চলছে। পরবর্তীতে নতুন করে রড আনা হবে।
শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাদ্দাম হোসেন বালু ওয়াশ করা হয়েছে বলে দাবী করে জানান, নিয়মানুযায়ি কাজ করা হচ্ছে তবে নিম্নমানের পাথর সরিয়ে নেয়া হবে। তাছাড়া সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের নির্দেশে কালো পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বালু পাথর ও সিমেন্টের আনুপাতিক হার সঠিক না হওয়ার ব্যাপারে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনি খাতুন জানান, স্টেডিয়াম নির্মানে কোন দুর্ণীতি সহ্য করা হবে না। সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

বন্ধ কাজ পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে সাহিদুজ্জামান খোকন এমপির কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ শুরুর কারণে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পাথর ও বালু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানানোর পর কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। তবে যেহেতু রড গেঁথে তার কাজ শুরু করা হয়েছে সেটি পরিবর্তন সহজ নয় এবং পরে উন্নত মানের রড ব্যবহারের শর্ত দেয়া হয়েছে।